আমাদের সময়

তারিখ ... 17 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

চরাঞ্চলে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে

ভবদু কুমার ঘোষ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ●

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, দুর্বল মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর ভূমিকা না রাখায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দিন-দিন ভেঙে পড়ছে। ফলে বাড়ছে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। পাশাপাশি লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকের পাশাপাশি প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য সরকার গরীব অসহায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও লেখাপড়া এগিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে উপবৃত্তির মতো প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এমনকি বেসরকারি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকেও ইতোমধ্যে জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে একধাপ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চরাঞ্চলের ৭টি ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র ভিন্ন। চরবেষ্টিত শাহজাহানপুর, আলাতুলি, নারায়ণপুর, দেবীনগর, ইসলামপুর, চরবাগডাঙ্গা ও সুন্দরপুর ইউনিয়নে ৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০৯ শিক্ষকের পদে ৩৮৬ শিক্ষক এবং ২৪ হাজার ৩৯০ শিক্ষার্থী রয়েছে। আর শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে ১২৩টি। চরাঞ্চলে বারবার নদীভাঙন, খরা, যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ, দূরে বিদ্যালয় হওয়ায় এমনিতেই শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার কম। এ ছাড়া শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা একদিকে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি ঝরেপড়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব বিদ্যালয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ক্লাস শেষের কারণে সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষার আয়োজন হয়। এদিকে চরের বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে থাকলেও বিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার মান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতিকরণ তারা তেমনভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরাও তাদের এসব বিদ্যালয়ের দেখভাল ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। চরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেখার জন্য গত ৮ আগস্ট সদর উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নের ৮২নং শাহজাহানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন পরিদর্শনে একদল সাংবাদিক দেখতে পান দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার 'বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল শিক্ষকের পরিবর্তে পিওন রবিউল ইসলাম। পিওন রবিউল ইসলাম জানান, এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সানাউল্লাহ, সহকারী শিক্ষক মোসা. নাজমা খাতুন ও জাহাঙ্গীর আলম না আসায় এবং প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। এদিকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত একাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মনিরুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মো. আওয়াল, শফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, প্রায়ই শিক্ষকরা অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি তিন শিক্ষক পালাক্রমে একজন করে উপস্থিত হন। অভিভাবকরা বারবার শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসার ব্যাপারে চাপ দিলেও তারা মোটেও কর্ণপাত করেন না। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তাৎক্ষণিক ফোন না ধরলেও পরে তিনিসহ আরও দুই শিক্ষকের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এ ব্যাপারে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাহেদুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির বিষয়টি দুঃখজনক এবং এ ব্যাপারে তাদের তিনজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে লোকবলের অভাবে চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে দুর্বল মনিটরিংয়ের বিষয়টি স্বীকার করেন তিনি।